শিউলিমালা

ষাণ্মাসিক

সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

◆ সংখ্যা : ০১ ◆ জানুয়ারি-জুন, ২০২২

মননে মুক্তির সৌরভ

শিউলিমালা ষাণ্মাসিক

সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

(শিউলিমালা একাডেমির ষাণ্মাসিক মুখপত্র)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

মুহসিনা বিনতি মুসলিম

উপদেষ্টা সম্পাদক

বুশরাতুল জান্নাহ

নাফিসা নাজমী

সম্পাদক

জান্নাতারা তাবাসসুম

নির্বাহী সম্পাদক

নওরীন নবী

সহকারী সম্পাদক

সাদিয়া আরাবী

মিমি বিনতে ওয়ালিদ

সার্কুলেশন সম্পাদক

নাজিফা আঞ্জুম

নির্ধারিত মূল্য : ১৩০ টাকা

যোগাযোগ : Email : shiulimalaacademy@gmail.com

Facebook, Instragam, Twitter : ShiulimalaAcademy

Shiulimala : A Half Yearly Journal on Social Thought and Voice of Emancipation. January-June, 2022; Editor : JannatAra Tabassum; Fixed Price 130 Taka. Askona, Airport, Dhaka.

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ০৭

মূল প্রবন্ধ ০৯

ইসলামী সভ্যতায় নারীদের স্বরূপ

ড. খাদিজা গরমেজ

সংকলক : নাজিফা আঞ্জুম

রাজনীতি ৪৭

সমকালীন সংকট, বিশ্বব্যবস্থা ও বাংলাদেশ; আমাদের মুক্তির ভাবনা

মুহসিনা বিনতি মুসলিম

অর্থনীতি ৬৯

ভ্যাট নির্ভর রাজস্ব আয় ও বাংলাদেশের অর্থনীতি

কাজী সালমা বিনতে সলিম

নগর ৮৩

নগরায়ন ও পরিবেশ; প্রেক্ষিতে ইসলামী সভ্যতা ও বর্তমান বাংলাদেশ

নাফিসা নাজমী

কৃষি ৯৭

কৃষিতে ইসলামী সভ্যতার অবদান

মূল : ড. জাসের আবু সুফিয়া

অনুবাদ : নওরিন নবী

ইতিহাস ১০৯
ইসলামের ইতিহাসে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী মুসলিম নারীগণ
শরীফ আল গাজাল ও মরিয়ম হুসাইন
অনুবাদ : শালিমার জোহা

১২৩
সিনেমা পর্যালোচনা
লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান
পরিচালক : মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
পর্যালোচক : লামিয়া তাসনিম

১৩১
বই পর্যালোচনা
ইসলাম ও জ্ঞান
লেখক : প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান
পর্যালোচক : নাবিলা তাবাসসুম

১৩৫
ব্যক্তিত্ব
সুলতানা রাজিয়া (রাজিয়া বিনতে ইলতুতমিশ)
মাহফুজা শিমু

১৪১
গল্প
জীব সত্তায় পতিত মানবী
মিমি বিনতে ওয়ালিদ

১৫১
কবিতা
অবশ্যম্ভাবী
তোহফা শরীফা

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর আর সমস্ত অস্তিত্বের মতো জ্ঞানেরও জন্ম-মৃত্যু ঘটে। যে জ্ঞান যুগ জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানে অক্ষম, সেই জ্ঞান মৃত। মৃত জ্ঞান কখনো কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না; উল্টো তলিয়ে দেয় বিষাদময় পতনের অতল গহ্বরে। একটি ফুল কিংবা ফুলের মালা তার জন্মলগ্নে এবং সজীব অবস্থায় সুবাস ছড়ায়, মোহনীয়তায় পরিপূর্ণ করে দেয় চারপাশ। কিন্তু যখন তা নির্জীব হয়ে মৃত্যুমুখী হয় তখন তাকে কেবল মলিনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। 'শিউলিমালা' কতেক ফুলের সংঘবদ্ধ নিপুণ একাত্মতা। জ্ঞানের সুবাস ছড়ানোর এক সুদৃঢ় গাঁথুনি। জ্ঞানের সুবাস ছড়ানো সহজ প্রক্রিয়া নয়। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের ময়দান এবং জ্ঞানীদের চিন্তার আদান-প্রদান। অথচ আজ আমাদের মাঝে এই সংকটটিই অতি মাত্রায় বিরাজমান। যার ফলে জ্ঞানের মৃত্যু ঘটছে এবং সেখান থেকেই পতন। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সর্বস্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার যথাযথ চর্চা জারি করা জরুরী।

মানব মগজে চিন্তার বীজ বোনা হচ্ছে বটে কিন্তু এই উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আজকের যুবসমাজ নিজের ময়দানকে ঠিক কতটা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে? চিন্তার উৎপত্তি এবং জ্ঞানের বুৎপত্তি সাধনে তাদেরকে আমরা কোন হালতে দেখতে পাচ্ছি? পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র সমৃদ্ধশালী ইসলামী সভ্যতায় নারীদের জ্ঞানের সুবাসের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আমরা যোগান দিতে পেরেছি? এ সকল প্রশ্নকে সামনে রেখে বাংলা ভূখণ্ডে জ্ঞানের সেই সুবাস প্রতিটি স্তরে, পত্র-পল্লবে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ষাণ্মাসিক *শিউলিমালা*।

আমাদের নতুন দুনিয়ার সঠিক জিজ্ঞাসা, যুগের আলোকে ইসলামী জ্ঞান-দর্শনের যথাযথ প্রত্যাশা; আখলাক ও আধ্যাত্মিকতা এবং ইসলামের

মূলনীতির আলোকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে জ্ঞানের সুবাসকে ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যাশা নিয়েই শিউলিমালার পথচলা। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি ষাণ্মাসিক *শিউলিমালা*র প্রথম সংখ্যা।

ইসলামী সভ্যতায় পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান কেমন ছিলো সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন উম্মাহর প্রখ্যাত আলেম ড. খাদিজা গরমেজ। এ সংখ্যার মূল প্রবন্ধে 'ইসলামী সভ্যতায় নারীদের স্বরূপ' শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ এই আর্টিকেলটি সংকলন করেছেন নাজিফা আঞ্জুম। সমকালীন সংকট, বিশ্বব্যবস্থা ও বাংলাদেশের রাজনীতির এপিঠ-ওপিঠ নিয়ে লিখেছেন উদীয়মান চিন্তক ও লেখক মুহসিনা বিনতি মুসলিম। কৃষি নির্ভর এই অঞ্চলের মানুষকে ইসলামে কৃষির গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ড. জাসের আবু সুফিয়ার 'Gleanings from the Islamic Contribution in Agriculture.' প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন নওরীন নবী।

ভ্যাট নির্ভর রাজস্ব আয় ও বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে লিখেছেন কাজী সালমা বিনতে সলিম। পরিবেশ, নগর ও পানি সম্পদ নিয়ে লিখেছেন নাফিসা নাজমী। এছাড়াও বিশ্ব চিকিৎসাশাস্ত্র ও স্বাস্থ্য দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের ইসলামের ইতিহাসে নারীদের অবদান নিয়ে আলোকপাত করেছেন শরীফ আল-গাজাল, মরিয়ম হুসাইন এবং ভাষান্তর করেছেন শালিমার জোহা।

আমাদের প্রথম সংখ্যাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সিনেমা ও বই পর্যালোচনার পাশাপাশি থাকছে ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে নিরীক্ষণ ও কবিতা।

এই অঞ্চলের তরুণ কিছু চিন্তকদের লেখনী দিয়ে *শিউলিমালা*র পথচলা শুরু। এ সংখ্যায় মৌলিক কিছু বিষয়কে সামনে রেখে এই জামানার সংকটগুলোকে তুলে ধরে তার সুষ্ঠু সমাধানের সমীকরণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস রাখি আমাদের এই পত্রিকার লেখক এবং পাঠকসহ শিউলিমালার সাথে সম্পৃক্ত সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর চিন্তা দর্শনকে নতুন দুনিয়া বিনির্মাণের জন্য আল্লাহ কবুল করে নিবেন। রাব্বুল আলামীনের কাছে ফরিয়াদ, ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা চর্চার দুয়ার উন্মোচনে *শিউলিমালা*র প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক। আমীন।

মূল প্রবন্ধ

ইসলামী সভ্যতায় নারীদের স্বরূপ

ড. খাদিজা গরমেজ

সংকলক : নাজিফা আঞ্জুম

হামদ প্রকাশ করছি সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি, যিনি হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সময়কাল জুড়ে মানবতার জন্য যখনি হেদায়াতের প্রয়োজন হয়েছে, তখনি তাঁর তাজাল্লীর মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়াতের সন্ধান দিয়েছেন, একইসাথে দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত, রহমত, আদালত এবং ভালোবাসার প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি।

আজ সমগ্র মানবতা যখন অর্থবহতার সংকটে নিপতিত হয়ে ঘোর জুলুমে দিশাহীন হয়ে পড়েছে। বিশ্বের আনাচে-কানাচে ভারসাম্যহীনতা, অন্যায়, অবিচার ও অনাচারে ছেয়ে গেছে, বিশ্বজগৎ যেখানে থমকে দাঁড়িয়েছে, সৃষ্টিকূল যেনো তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সমগ্র মানবতার প্রসূতি, নারী অঙ্গনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, বর্তমান দুনিয়া নারীদের একটি ভোগের সামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করে গোটা মানবতাকে কলঙ্কিত করেছে। ইতিহাসের এই ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা স্মরণ করছি আমাদের সুমহান ইসলামী সভ্যতার গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকারকে। এমন একটি সভ্যতা, যা ইলাহী প্রত্যাদেশে নববী হিকমতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলো যা গোটা বিশ্বমানবতাকে আলোকিত করেছে সুদীর্ঘ বারোশত বছর। আজ সে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকারী মুসলিম উম্মাহর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, তারা অধঃপতিত, নিষ্পেষিত, জরাজীর্ণ দিশাহীন একটি অবয়ব নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আজ উম্মাহর নারীদেরকে সকল দিক থেকে পশ্চাৎপদ করে রাখার, দমিয়ে রাখার এক ভয়াবহ প্রবণতাকে এই

উম্মাহ তাদের দৈনন্দিন ওজিফা বানিয়ে নিয়েছে। এই ভয়াবহ জুলুম ও দুর্দশার মূলে সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী অর্থাৎ, মানুষের আকল ও ফিতরাত বহির্ভূত ধর্মীয় বয়ান ও তার অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার ছড়াছড়ি। সুতরাং এখান থেকে উত্তরণ পেতে হলে ইসলামী ধর্মতত্ত্বের সঠিক বয়ান ও বিশ্লেষণ আমাদের সামনে হাজির থাকা জরুরী। আজ আমরা জানি না, মানবসৃষ্টি তত্ত্বের হাকীকত কী? কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন উপমা দ্বারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই উম্মাহর সামনে কোন ধরণের নারী চরিত্রকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন? অর্থাৎ, মুসলিম নারীদের কেমন হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে ইলাহী ইরাদা কী? তার কোনো সঠিক বুঝাপড়া আমাদের নেই। পাশাপাশি বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (স.) নারীদের ইসলামী সভ্যতা বিনির্মাণে কেমন মর্তবা দিয়েছেন, এবং তারই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে পরবর্তীতে ইসলামী স্বর্ণযুগে আমাদের পূর্বসূরি নারীগণ এই দুনিয়াকে বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করে মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত ‘ইসতিখলাফ’ বা খিলাফতের দায়িত্বকে কীভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন, তার সঠিক কোনো বয়ান আমাদের সামনে দেখতে পাই না। তাই আজ আমাদের সামনে ইসলামী সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গঠনে নারীদের অবস্থানকে শনাক্ত করতে ইসলামী জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস কোরআন এবং পর্যায়ক্রমে হাদীস এবং ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস হতে নজির পেশ করে একটি ধারাবাহিক এবং সামগ্রিক অবয়বে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আমাদের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স.) সমগ্র মানবতার কাছে শান্তির বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে সকল ক্ষেত্র নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, তার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ তিনটি হলো-

১. নারী।
২. জ্ঞান ও মূল্যবোধ।
৩. আখলাক।

রাসূল (স.)-এর এ তিনটি বড় বড় ক্ষেত্রের বিপ্লব পরস্পর সম্পর্কহীন নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর নারীদের ব্যাপারে করা কাজসমূহের মাঝে অন্যতম হলো নারীদেরকে তিনি মানুষের মর্যাদায় আসীন করেছেন এবং আল্লাহর খলীফা হিসেবে তাদেরকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। নারীদেরকে মূল্য দেওয়ার আগে তিনি তাদেরকে

জীবন দান করেছেন। জাহেলী যুগে নারীদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রচলিত প্রথা উচ্ছেদ করে তিনি তাদেরকে নতুন জীবন দান করেছেন এবং মানবীয় মর্যাদায় উপনীত করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সুন্দর আসনে সমাসীন করেছেন। আমরা জানি, রাসূল (স.)-এর ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরব এমন একটি সমাজ ছিলো, যেখানে না ছিলো আদালত, না ছিলো মানবিক মর্যাদা, ছিলো না কোনো জ্ঞান, ছিলো না কোনো মীযান। ফলশ্রুতিতে তারা ছিলো একটি মুখাপেক্ষী জাতি। তাদের সকল কুসংস্কারের স্থানে ওহী কেন্দ্রিক জ্ঞান এবং হিকমতকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন রাসূল (স.)। এ সময়ে তাঁর সাহাবীগণ তার আনিত বিধান শেখার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর এ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষ সাহাবীগণ নন, নারী সাহাবীগণও সচেষ্ট ছিলেন। অর্জিত সে জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্ম বা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্মরণীয়।

সাহাবীগণের জ্ঞানার্জনের মূল কেন্দ্র ছিলো মসজিদে নববী। নববী যুগে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জামাতে শুধুমাত্র পুরুষগণ নন, নারীগণও অংশগ্রহণ করতেন এবং এ সুযোগ তাদের জন্য ছিলো। এ কারণেই মসজিদে নববীতে আল্লাহর রাসূল (স.) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে যে সকল কথা বলতেন, তা থেকে নারী সাহাবীগণও সমানভাবে উপকৃত হতেন। সে মজলিসগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ বা উপস্থিতি মোটেই কম ছিলো না, বরং তা ছিলো পুরুষ সাহাবীদের প্রায় সমপরিমাণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর মুসলমানগণ রাসূল (স.)-এর সময় প্রচলিত এ বিষয়টির ধারাবাহিকতা জারি রাখতে পারেননি বা জারি রাখতে চাইলেও সে সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হননি। ফলে পরবর্তীতে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায়, মসজিদ যেনো শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে! এভাবে প্রায় প্রতিটি সমাজ থেকে বৃদ্ধা, যুবতী নির্বিশেষে সকল নারী, এমনকি মেয়ে শিশুরাও আস্তে আস্তে মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, বনী ইসরাইলরা নারীদেরকে মসজিদে ঢুকতে দিতো না, নারীদের জন্য মসজিদ নিষিদ্ধ ছিলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনী ইসরাইলের এ প্রথাকে পরিবর্তন করে দেন হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মাধ্যমে। তার মা তাকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ বা উৎসর্গ করে দেন, এমনকি তিনি মসজিদেই লালিত-পালিত হন। হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মাধ্যমে সূচিত নারী এবং মসজিদের মধ্যকার এ সম্পর্ক মুসলিম

নারীদের জন্য রেখে যাওয়া একটি অসাধারণ উত্তরাধিকার! এ উত্তরাধিকার আমাদেরকে ধারণ করতে হবে এবং লালন করতে হবে, এমনকি আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য এ ধারাকে জারি রাখতে হবে।

নববী যুগে জ্ঞান বলতে কেবল ওহীভিত্তিক জ্ঞানকে বুঝাতো না। রাসূলুল্লাহ (স.) শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া ওহীভিত্তিক জ্ঞানকেই গুরুত্ব দেননি, একইসাথে আকলী বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রতিও জোর দিয়েছিলেন। সকল জ্ঞানকে একত্রিত করে একটি জ্ঞানের বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন। দ্বীনি জ্ঞান এবং অদ্বীনি জ্ঞান এ রকম কোনো বিভাজন আমাদের ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানের ইতিহাসে নেই। তাফসীর, ফিকাহ, কালাম যেমন ইসলামী জ্ঞান, মেডিসিন, আইন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতিও তেমনি ইসলামী জ্ঞান, মানবিক তথা ইনসানী জ্ঞান।

উসমানী খেলাফতের একজন বিখ্যাত আলেম তাশখরুপযাদে তার "মিফতাহুস সাদা" গ্রন্থে জ্ঞানকে ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা-
১. ইলমুল আদইয়ান বা দ্বীনি জ্ঞান,
২. ইলমুল আবদান বা শরীর সম্পর্কীয় জ্ঞান।

আমরা ইলমুল আদইয়ান তথা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবো, যেনো পরবর্তী জীবন তথা আখিরাতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাত লাভ করতে পারি। অপরদিকে ইলমুল আবদান তথা শরীর সম্পর্কীয় জ্ঞান হলো মেডিসিন সংক্রান্ত জ্ঞান। এ জ্ঞান আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখবে। এ জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শরীর অসুস্থ হলে মানুষ না জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, আর না ইবাদত করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে ইলমুল আদইয়ান তথা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনও সম্ভব হবে না। অর্থাৎ সে আখিরাতের জন্য এই দুনিয়ার জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। এ কারণে আল্লাহর রাসূল (স.) জ্ঞানের মধ্যে কোনো ধরনের বিভাজন না করে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি অর্থ দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে নিজের স্ত্রীদেরকে লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন।

রাসূল (স.) এর তৃতীয় যে বড় বিপ্লব, সেটি হলো আখলাক এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিপ্লব। তিনি বলেছেন,

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

"আমি উত্তম আখলাককে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

এটি আল্লাহর রাসূল (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের

জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। এটি রাসূল (স.)-এর রিসালাতের উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার রিসালাতের অন্যতম একটি অংশ আখলাক ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

وإنك لعلى خلق عظيم

"নিঃসন্দেহে আপনি একটি বড় আখলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূল (স.)-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন-

خلقه القرآن

"কোরআনই তার আখলাক।"

এ কারণে রাসূল (স.) মূল্যবোধ এবং আখলাকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র মানবতার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এবং ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারী এবং মূল্যবোধের মধ্যকার সম্পর্কের যে প্রমাণ রাসূল (স.) দিয়েছিলেন; একজন স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে, মা হিসেবে সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নারীদেরকে তিনি যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা হযরত খাদিজা (রা.)-এর উপর ভিত্তি করে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

হযরত খাদিজা (রা.) এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর আনিত বিধানকে সর্বপ্রথম গ্রহণকারী। রাসূল (স.)-এর সকল ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি ছিলেন সার্বক্ষণিক সাথী। রাসূল (স.)-এর সকল সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন ঐকান্তিক। ছিলেন রাসূল (স.)-এর সন্তানদের মা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (স.) ও খাদিজা (রা.)-এর সম্পর্ক একটি বিশেষ সম্পর্ক, যাকে কখনো অন্য কিছুর সাথে মিশানো যায় না।

আল্লাহর রাসূল (স.) ওহী পাওয়ার পর সর্বপ্রথম খাদিজা (রা.)-এর কাছে এসে ব্যপারটি জানালে তাঁদের মধ্যকার যে কথোপকথন হয়, তা আমাদের নতুনন করে স্মরণ করা উচিত। হেরা গুহায় রাসূল (স.)-এর প্রতি জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে 'اقرأ باسم ربك الذي خلق' আয়াতটি নাযিল হলে তিনি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় সেখান থেকে দৌড়ে এসে সর্বপ্রথম খাদিজা (রা.)-এর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূল (স.)-কে সর্বপ্রথম বিশ্বাসকারী, ঈমান আনয়নকারী এবং এ পথে যাত্রাকারী ব্যক্তি একজন নারী এবং তিনি হলেন হযরত খাদিজা (রা.)। উক্ত অবস্থায় তিনি রাসূল (স.)-কে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা এখনো বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে ইশতেহার